সংবাদ

তারিখ ... 5. AUG. 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ......

ঢাবিতে

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মে সাদা দলের উদ্বেগ

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে আট বছরে ৯০৭ শিক্ষক নিয়োগ, অনুগতদের নিয়োগ দিতেই অনিয়ম' শিরোনামে গতকাল একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাদা দলের নেতারা। গতকাল গণমাধ্যমে সাদা দলের আহবায়ক অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খানের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয়।

বিবৃতিতে সাদা দলের নেতারা জানান, বিভাগের নাম উল্লেখসহ এই প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের দৃষ্টান্তসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাদা দল থেকে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রশাসনের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক প্রতিবাদ করে আসা হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন বরাবরই আমাদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করেছে। এর ফলে পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য সুনাম আজ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির প্রদত্ত এক আপিল রায়েও বিষয়টি ওঠে এসেছে। শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মসহ উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত বলে জানান।

শিক্ষক নিয়োগে মেধা ও যোগ্যতাকে পাশ কাটিয়ে দলীয় অনুগত ব্যক্তিদের শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পড়বে বলে শঙ্কা জানিয়ে তারা জানান, যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে ন্যূনতম যোগ্যতা পূরণ না করা প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া কেবল আইন বিরুদ্ধ নয়, নৈতিকতা পরিপন্থী এবং অমানবিকও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান উপেক্ষা করে বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দানের বিষয়টিও প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অযোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ দানের ফলে যোগ্য এবং সত্যিকার মেধাবী শিক্ষকদের মধ্যেও মর্ম যন্ত্রণা কাজ করে।

অন্যদিকে যে সকল মেধাবীরা নিয়োগ বঞ্চিত হয়েছেন তারা হতাশায় ভুগছেন, এমনকি অনেকে বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছেন। এ অবস্থা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

তারা অনিয়মসমূহের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানান।